آيَاتُ ذَمِّ الْفَاحِشَةِ

অশ্লীলতার নিন্দার আয়াতসমূহ

সংকলন ও অনুবাদ: Raqi Hijbullah

মোট ১০টি অংশ · আরবি আয়াত ও সহজ বাংলা অর্থ

১ **সূরা আল-বাকারা : ৩০**

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

অর্থ

স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন: “আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি (খলিফা) বানাতে যাচ্ছি।” তারা বলল: “আপনি কি সেখানে এমন কাউকে বানাবেন, যে সেখানে ফাসাদ করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা আপনার প্রশংসাসহ তাসবিহ পাঠ করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি।” তিনি বললেন: “আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।”

২ **সূরা আল-বাকারা : ১৬৮–১৬৯**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

অর্থ

হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র আছে, তা থেকে খাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো তোমাদের শুধু খারাপ ও অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়, আর আল্লাহর নামে এমন কথা বলতে বলে, যা তোমরা জানো না।

৩ **সূরা আল-বাকারা : ২০৫**

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

অর্থ

আর যখন সে ফিরে যায় (বা ক্ষমতা পায়), তখন পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে এবং ফসল ও প্রাণী ধ্বংস করতে চেষ্টা চালায়। আর আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না।

৪ **সূরা আল-বাকারা : ২২০–২২২**

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

অর্থ

তারা তোমাকে এতিমদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। বলো: “তাদের কল্যাণের ব্যবস্থা করাই উত্তম। আর তোমরা যদি তাদের সাথে মিলেমিশে থাকো, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই।” আল্লাহ জানেন কে ক্ষতিকারী আর কে কল্যাণকারী। আল্লাহ চাইলে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। মুশরিক নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদের বিয়ে করো না। একজন মুমিন দাসীও একজন মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষরা ঈমান না আনা পর্যন্ত (মুমিন নারীদের) তাদের সাথে বিয়ে দিয়ো না। একজন মুমিন দাসও একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে। তারা ডাকে জাহান্নামের দিকে, আর আল্লাহ নিজ অনুমতিতে ডাকেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। তিনি মানুষের জন্য তাঁর আয়াতগুলো স্পষ্ট করে বলেন, যাতে তারা উপদেশ নেয়। তারা তোমাকে মাসিক (হায়েজ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো: “এটা কষ্টদায়ক অবস্থা। তাই মাসিকের সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো, এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের

কাছে যেয়ো না। যখন তারা ভালোভাবে পবিত্র হয়ে যায়, তখন আল্লাহ যেভাবে আদেশ দিয়েছেন, সেভাবে তাদের কাছে যাও।” নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও ভালোবাসেন।

৫ **সূরা আল-বাকারা : ২৬৮**

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

অর্থ

শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদের তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৬ **সূরা আল-বাকারা : ২৭৫**

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

অর্থ

যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) এমনভাবে দাঁড়াবে, যেভাবে দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। কারণ তারা বলে: “ব্যবসা তো সুদের মতোই।” অথচ আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। সুতরাং যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, আগে যা হয়ে গেছে তা তারই; আর তার বিষয় আল্লাহর হাতে। কিন্তু যে আবার (সুদ খাওয়া) শুরু করবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৭ **সূরা আলে ইমরান : ১৪**

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

অর্থ

মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে দেওয়া হয়েছে কামনার জিনিসগুলোর ভালোবাসা — নারী, সন্তান, সোনা-রুপার স্তূপ, চিহ্নিত উন্নত ঘোড়া, গবাদি পশু ও খেতখামার। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগের সামগ্রী। আর উত্তম ঠিকানা তো আল্লাহর কাছেই।

৮ **সূরা আলে ইমরান : ১১৯**

هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

অর্থ

দেখো! তোমরাই তো তাদের ভালোবাসো, কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে না; অথচ তোমরা সব কিতাবের প্রতি ঈমান রাখো। তারা যখন তোমাদের সাথে দেখা করে, বলে: “আমরা ঈমান এনেছি।” আর যখন একা হয়, তখন তোমাদের উপর রাগে আঙুল কামড়ায়। বলো: “তোমরা তোমাদের রাগ নিয়েই মরো।” নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের গোপন কথাও জানেন।

৯ **সূরা আলে ইমরান : ১৩৫**

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

অর্থ

আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের উপর জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চায় — আর আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করবে? — এবং জেনে-বুঝে নিজেদের ভুল কাজে অটল থাকে না।

১০ **সূরা আলে ইমরান : ১৯৭**

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

অর্থ

এ তো সামান্য কিছুদিনের ভোগ; তারপর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর কত নিকৃষ্ট সেই বিছানা!

বাংলা অর্থ সহজ ভাষায় ভাবানুবাদ। আরবি লেখা ছাপানো বা সংরক্ষণের আগে একটি মুসহাফের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রইল।